20-4-51
চয়নিকা চিত্রমন্দিরের নিবেদন

চয়নিকা চিত্রমন্দিরের

নিবেদন

জি ঘা ং সা

চরিত্র চিত্রণে

মঞ্জু দে
রমলা চৌধুরী
কল্পনা সরকার
সুষমা ঘোষ
পুষ্প দেবী
কমল মিত্র
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
সন্তোষ সিংহ

শিশির বটব্যাল (এঃ)
গৌতম মুখোপাধ্যায়
বীরেন চট্টোপাধ্যায়
ধীরাজ দাস
অবনী গংগোপাধ্যায় (এঃ)
পান্নালাল চক্রবর্তী
সরসী চট্টোপাধ্যায়
ও
বিকাশ রায়

সংগীত পরিচালনা
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্রশিল্প, চিত্রনাট্য
ও পরিচালনা
অজয় কর

প্রযোজনা
চয়নিকা চিত্রমন্দির

ও

কিনে ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌

একমাত্র পরিবেশক
কিনেমা এক্সচেঞ্জ লিঃ

কাহিনী

হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ— পৈশাচিক অট্টহাসি জেগে ওঠে জলার ধারে অমাবস্যার রাতে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কে যেন চীৎকার করে ওঠে। রত্নগড়ের মহারাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ রায়ের মৃতদেহ পাওয়া যায় জলার ধারে—আর তারই পাশে দেখা যায় বড় বড় পায়ের ছাপ। এত বড় পায়ের ছাপ মানুষের ত' হতে পারে না···তবে কে সে? কে এই হত্যাকারী? কোন্ অশরীরী অতৃপ্ত আত্মার দুর্জ্ঞেয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ হোলো আজ?

রত্নগড়ের চল্‌তি প্রবাদে জানা যায় চারপুরুষ আগে এক অত্যাচারী রাজা অমাবস্যার রাত্রে কোন এক সুন্দরী নারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সেই নারী প্রাসাদের অলিন্দ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। লোকের বিশ্বাস আজও সেই রাজার প্রেতাত্মা নরকাগ্নির শিখা বুকে নিয়ে জলায় ঘুরে বেড়ায় এই রাজপরিবারের কারোর ওপরে প্রতিহিংসার জ্বালা মেটাতে। আজও সেই নির্য্যাতিতা নারীর অট্টহাসি অমাবস্যার নিথর রাতকে শিহরিত করে তোলে! তবে কি চন্দ্রকান্ত এই অশরীরীর হাতেই মারা গেলেন?

রাজপরিবারের চিকিৎসক ডাঃ পালিতের কাছে এই কাহিনী শুনতে শুনতে পুলিশের বিখ্যাত গোয়েন্দা স্মরজিৎ সেন উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। চন্দ্রকান্তের উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্যকান্তের সংগে তিনি রত্নগড়ে পাঠিয়ে দেন তাঁর সহকারী বিমলকে!

রত্নগড়ে প্রাসাদের পুরোনো চাকর লক্ষ্মণ গভীর রাত্রে জলায় আলো দেখিয়ে কাকে যেন সংকেত জানায়। সন্দেহজনকভাবে দিনে রাতে প্রাসাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। বিমল তাকে ধরতে পারে না। সূর্য্যকান্তকে যেন কোন্ প্রেতিনী জলায় হাতছানি দিয়ে ডাকে, অসময়ে সেই পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা যায়। বুড়ো সঞ্জীববাবুর ধর্ম্মকথার পেছনে যেন লুকিয়ে থাকে আততায়ীর অদৃশ্য ইঙ্গিত। পাগলা বটানিষ্ট আনন্দরামের কাছ থেকে খবর মেলে, জলার অধিবাসী দিনে কোথায় থাকে জানা যায় না কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জলায় এসে হাজির হয়। সে কি মানুষ? বিমল দিশাহারা হয়ে পড়ে, গোয়েন্দা স্মরজিৎ সেন কলকাতায় তাঁর অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হ'য়ে থাকেন।

ইতিমধ্যে প্রেতিনীর আহ্বানে জলায় এসে একরাত্রে বিপদে পড়ে সূর্যকান্ত, তার ওপর মরণ আক্রমণ হয়। ভাগ্যক্রমে সে বেঁচে যায়—কিন্তু মারা পড়ে আর একজন। কে সে ?·····সে রাতে লক্ষ্মণকে জলায় ঘুরতে দেখা যায় আর দেখা যায় ডাঃ পালিতের ল্যাণ্ডো গাড়িটা !

রহস্যের জাল ঘনীভূত হয়ে আসে। এক অমাবস্যার রাতে ডাঃ পালিতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে আসার পথে সূর্যকান্ত থমকে দাঁড়ায়। পিছনে যেন কার পায়ের শব্দ·····বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপতে থাকে। পায়ের শব্দ আরো এগিয়ে আসে, আরো, আরো কাছে ! কে ? কে আসে ? ফিরে তাকায় সূর্যকান্ত—দুঃসহ ভয়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। অস্ফুট চীৎকার ক'রে ছুটে পালাতে চায় সূর্যকান্ত—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ— পৈশাচিক অট্টহাসিতে রত্নগড়ের আকাশ বাতাস যেন ফেটে পড়ে ! কি পরিণতি হোল সূর্যকান্তর? তবে কি রত্নগড়ের প্রেতিনীর প্রতিহিংসার প্রবাদ সত্য হ'লো ?

গান

ও.....

আমি আঁধার আমি ছায়া—
আমি মরীচিকা মরুমায়া ॥
হায় কোথা পাব পথ ঠিকানা কেউ না বলে।
কাঁদে মোর প্রেম শুধু আলেয়ারই ছলে ॥
বুকে মোর বহি তৃষা, পাইনাত খুঁজে দিশা।
অভিশাপ যেন দিল মালা মোর গলে ॥
কত পথিক দূর হতে দেখে চলে যায়
এ ব্যথা জানাব কারে হায় ॥
নিয়তির একি খেলা
দিল মোরে অবহেলা।
জানিনাত কেন মোর লাগি
কারো হাতে দীপ নাহি জ্বলে ॥

সংলাপ : মনোরঞ্জন ঘোষ
হীরেন নাগ

গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

চিত্র শিল্প : বিমল মুখোপাধ্যায়

শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত
তপন সিংহ

শিল্প নির্দেশনা : বীরেন নাগ

সম্পাদনা : সন্তোষ গংগোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : সুবোধ দাস

রসায়নাগার : অবনী রায়

নৃত্য পরিকল্পনা : ললিতকুমার

রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী

আলোকসম্পাত : হরেন
গংগোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র : লাইট এণ্ড শেড
ষ্টীল ফোটো সার্ভিস

যন্ত্রসঙ্গীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

সহকারী :

পরিচালনায় : হীরেন নাগ
অরুণ দে

চিত্রশিল্পে : এ, ইসলাম
কানাই দে

শব্দগ্রহণে: তপন সান্যাল

শিল্প নির্দেশনায় : কার্তিক বসু

দৃশ্যসজ্জায় : অবিনাশ চক্রবর্তী

দৃশ্যপটে : শান্তি দাস

সম্পাদনায় : কৃষ্ণকালি সমাদ্দার
তরুণ দত্ত

ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সিংহ

আশুতোষ গুহ

রসায়নাগারে : বাদল দাস
কমল দাস

অমর মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জায় : দেবী হালদার

সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায়

অমল মুখোপাধ্যায়

আলোকসম্পাতে : অন্নদা ঘোষ

গণেশ সামন্ত

সুধীর সরকার

দৃশ্য সংগঠনে : বেনারসী মিস্ত্রী

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে
আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ন্যাশানাল নার্সারী
দি মেলোডি

শক্তি ব্যাটারিজ্ লিঃ
মীরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস

1951

চিত্রবাণী প্রেস—৫, হাজরা লেন, কলিকাতা—২৯
(ফোন : সাউথ ১১১১) থেকে নিতাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত